ছিল তার বাবার। এই অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রকাশবাবু। -সংবাদ নিউজ সার্ভিস

সংবাদচিত্র

Speech of Dr. Berkin

বাঙালিদের দুর্দশা দেখে কষ্ট পান ইহুদি লেখক

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ উদবাস্তুদের স্বার্থে নয়, নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এদেশের নেতারা উদবাস্তুদের পাশে রাখছেন। রবিবার শিলিগুড়িতে আয়োজিত রিফিউজি কলোনি ইউনাইটেড অর্গানাইজেশন ও ভারতীয় উদবাস্তু সমিতির সম্মেলনে এসে এমনই মন্তব্য করলেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃত্ব ডঃ রিচার্ড এল ব্যাংকিন। পাশাপাশি তিনি এও বললেন, নিজে ইহুদি হয়ে গর্ববোধ করছি, বাঙালি হলে বড়ো লজ্জাবোধ হত। স্বামী বিবেকানন্দের দেশে বাঙালিদের এই দুর্দশা দেখে বড়ো কষ্ট হচ্ছে।

এদিন মিত্র সম্মিলনী হলে আয়োজিত প্রতিনিধি সম্মেলনে ভারত-বাংলাদেশের সাড়ে ৩শো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত ছিলেন মানবাধিকার কর্মী তথা যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট লেখক ডঃ রিচার্ড এল ব্যাংকিন। তিনি তার অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার বিষয় এদিন উপস্থাপন করেন। বিশেষ করে এই রাজ্যের পাশাপাশি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে বাঙালিদের সামাজিক ও নাগরিকত্বের বিষয় নিয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিষয়ে তিনি উদবেগ প্রকাশ করেন। ব্যাংকিন বলেন, দীর্ঘ ৬০ বছরে উদবাস্তুদের স্বার্থে ভারত সরকার বড়ো ভূমিকা নেয়নি। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদবাস্তুদের এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দলীয় কাজে ব্যবহার করছে। অথচ সঠিক পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকার কোনো ভূমিকা নেয়নি। পূর্ববঙ্গে উদবাস্তুদের অনেক সম্পত্তি পড়ে আছে। এগুলি কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ নিয়ে ফিরিয়ে দিতে পারে। এ ব্যাপারে কোনো রাজনৈতিক দলের আন্দোলন লক্ষ করা যাচ্ছে না। তাই এখানকার নেতাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই। এরা সত্যবাদী নয়, এদের, মানুষের জন্য কাজ করার মানসিকতা নেই। তবে আমরা উদবাস্তুদের সহায়তায় কাজ করব। নিষ্ঠা সহকারে যদি উদবাস্তুরা আন্দোলন করে তাহলে মানবাধিকার কমিশনকে পাশে পাবে তারা। তিনি এদিন আরও বলেন, বাংলাদেশ থেকে আজও হিন্দুরা এদেশে আসছে। কারণ বাংলাদেশে তাদের বসবাস সুনিশ্চিত নয়। এদেশে এসে আবার তারা অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। তাই কিছু আইন সংশোধন করে উদবাস্তুদের নাগরিকত্বের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। শিকাগো শহরে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, আজকের বাঙালি তার উত্তরসূরি। বিবেকানন্দের দেশে বাঙালিদের অবস্থা পরিবর্তনে বাঙালিকেই এগিয়ে আসতে হবে।

এদিন উদবাস্তু সংস্থার পক্ষে গুরুপ্রসাদ রায়মণ্ডল বলেন, উদবাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ও সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি উদবাস্তুদের স্বার্থে কিছু আইন সংশোধন করতে হবে। বিশেষ করে ২০০৩ সালের ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন সংশোধন। এছাড়া ১৯৭১ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি বাতিলেরও বিষয় এদিন উঠে আসে। ফেলে আসা পূর্ববঙ্গের জমির দামও যাতে বর্তমান বাজার দরে তারা পেতে পারে সেই উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকারকে নেওয়ার কথা বলা হয়। এদিনের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করা হয় দেশের ৫ কোটি ও পশ্চিমবঙ্গের আড়াই কোটি উদবাস্তুর দাবি যদি না মানা হয়, পরবর্তীতে তারা আলাদা রাজ্য গড়ার আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে। -সংবাদ নিউজ সার্ভিস

২ জিএনএলএফ কাউন্সিলার যোগ দিলেন মোর্চায়